জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০১৮

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২৫ শ্রাবণ ১৪২৫
০৯ আগস্ট ২০১৮

বাণী

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি চাহিদার যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০১৮' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানী 'শেল অয়েল' এর ৫টি গ্যাসক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদক হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বঙ্গবন্ধুর কৌশলগত ও রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতেই আজ আমরা স্বল্পমূল্যে দেশীয় গ্যাস ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছি।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য জ্বালানি খাতের উন্নয়ন অপরিহার্য। প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভর করে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সারকারখানাসহ বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে উঠেছে। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি অপচয় রোধ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর একক নির্ভরতা কমিয়ে জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যত উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে জ্বালানি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা এবং প্রায়োগিক ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর জোর দিতে হবে।

প্রাকৃতিক গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই এ মূল্যবান সম্পদের অপচয় রোধ করে এর যথাযথ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালনের উদ্যোগ সফল ও সার্থক হোক-এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ,বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল হামিদ

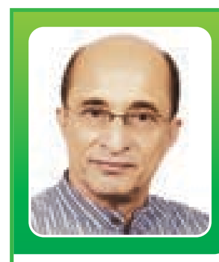

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি কোম্পানি শেল অয়েল এর নিকট হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ন্যস্ত করেন। দেশের অর্থনীতির বিকাশে যা ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে চলছে।

বর্তমান সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে জ্বালানি সাশ্রয়, দক্ষতা এবং গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। অধিকন্তু, জ্বালানি ঘাটতি মোকাবেলায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি, ইস্টার্ণ রিফাইনারির নতুন ইউনিট স্থাপন, সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম), চট্টগ্রাম-ঢাকা ও জেট-এ-১ জ্বালানি তেল পাইপলাইন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের স্থলভাগে ১০৮টি কূপ খননসহ সমুদ্রাঞ্চলের ব্লক ইজারার পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব উদ্যোগ বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লাসহ সকল জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন জ্বালানি অনুসন্ধান এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমি "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৮" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সফলতা কামনা করছি এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ব্যবহারে জনসাধারণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৮" পালন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানী শেল অয়েল-এর নিকট হতে দেশের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (যথা- তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনের ক্ষেত্রে দৃঢ় অভিযাত্রার শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। জাতির পিতার অসামান্য এ অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০১০ সাল হতে "জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার" শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য বিবেচনায় প্রতিবছর ৯ আগস্ট "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" উদযাপন করা হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলোসহ পরবর্তীতে আবিষ্কৃত অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্র দেশের উন্নয়নে অনন্য অবদান রেখে চলেছে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানির যোগান নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার পরিকল্পিত অনুসন্ধান, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে দেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের পরিমিত ও যৌক্তিক ব্যবহার সম্পর্কে সবাই সচেতন হবে বলে আমি আশা করি।

আমি "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৮"-এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

জ্বালানি নিরাপত্তায় পেট্রোবাংলার ভূমিকা

আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিজয় সূচিত হয়। সে থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। মানবিক সূচক থেকে শুরু করে মাথাপিছু আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একটি উদীয়মান অর্থনীতির দেশের মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর এ যোগ্যতা অর্জনের মূলে রয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অনন্য দূরদর্শিতা এবং তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনা। স্বাধীনতার উষালগ্নে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যে বীজ বপন করেন, আজ তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে যাচ্ছে। সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড' এর নিকট থেকে নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে দেশের ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেন। এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটি মাইলফলক। উল্লিখিত ৫টি গ্যাসক্ষেত্রে Gas Initially in Place (GIIP) মজুদ ২০.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ৪৩ বছর গ্যাস সরবরাহের পরও বর্তমানে এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে ৬.৫৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ ১,৩৬,৩৩২ কোটি টাকা (প্রায় ১৬.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) মূল্যের গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো হতে মোট সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তায় এ সকল গ্যাসক্ষেত্রের অবদান বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের সফল ফসল। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সরকার ২০১০ সাল হতে এ দিবসটিকে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতি বছর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা এবং জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদায় পৌছাতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকান্ডের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

সাইসমিক সার্ভে : স্থলভাগে নতুন গ্যাস মজুদ অনুসন্ধানে কারিগরী সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাপেক্স এর দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে টিমকে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৮ সময়কালে সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাপেক্স নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদের সাফল্যের প্রমাণ রেখেছে। এছাড়া, একই সময়ে আইওসিগুলো সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে।

অনুসন্ধান কূপ : নতুন গ্যাসক্ষেত্র/স্তর আবিষ্কারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে দেশে মোট ১৪টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। এর ফলে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২০০৯ সালের ২৩টি হতে বর্তমানে ২৭টিতে উন্নীত হয়েছে। ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পুরাতন গ্যাসক্ষেত্রসমূহে বেশ কিছু নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন : তিতাস-২৩, ২৪ ও ২৬, ফেঞ্চুগঞ্জ-৪, কৈলাশটিলা-৪ ও ৭, সালদানদী-৩ ইত্যাদি। নতুন গ্যাস মজুদ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের মধ্যে অনশোর ও অফশোরে আরও ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা আছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক কমবেশী ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। পুরাতন বন্ধকূপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের কর্মসূচী জোরদার ও দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১,৫০৩ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেলেও উক্ত সময়ে ২টি গ্যাসক্ষেত্র (সাঙ্গু এবং ফেনী) বন্ধ এবং কোন কোন গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান কূপে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে গ্যাস সরবরাহের সমন্বিত পরিমাণ ১,০০৬ মিলিয়ন ঘনফুট দাঁড়িয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৪১.৮০ লক্ষ গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্যাসের ঘাটতি লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যেই ১টি এবং ২০১৯ সালের প্রথম দিকে আরো ১টি Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের মাধ্যমে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য এলএনজি আমদানির কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। ভবিষ্যতে গ্যাস চাহিদা পূরণে মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পায়রা বন্দরে এক বা একাধিক স্থলভিত্তিক/FSRU স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন : দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্যাস কনডেনসেট সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রে শুরু হতে ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ও উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৩২,৯৫,৪৩৬ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,১১,৮৩৯ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২১,৬১,২১৪ ব্যারেল কনডেনসেট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট কনডেনসেট এবং সমুদয় এনজিএল পেট্রোবাংলার ৩টি কোম্পানির ৬টি ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন এবং এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে লিকুইড রিকভারী ইউনিট (এলআরইউ) স্থাপনের ফলে প্রাপ্ত বর্ধিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রশিদপুরে এসজিএফএল কর্তৃক দৈনিক ৪,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট ডিসেম্বর, ২০১৮ নাগাদ স্থাপন সম্পন্ন হবে। এছাড়া, ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতার একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সঞ্চালন পাইপলাইন : ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮৩০ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ, মনোহরদী-ধনুয়া, বিবিয়ানা-ধনুয়া, মনোহরদী-নরসিংদী, ধনুয়া-বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড়, হাটিকুমরুল-বনপাড়া, বনপাড়া-রাজশাহী, বনপাড়া-ঈশ্বরদী, ভেড়ামারা-খুলনা, আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ ইত্যাদি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের ফলে মোট গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বিদেশ হতে আমদানিকৃত রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহের জন্য মহেশখালি-আনোয়ারা পাইপলাইন ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। পাইপলাইনের সঞ্চালন ক্ষমতা আরো বৃদ্ধিসহ দেশের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য আগামী ২০২৩ সাল নাগাদ আরও ৮৫০ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন/পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন : দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রসমূহে উৎপাদিত গ্যাস সঞ্চালনে পাইপলাইন নেটওয়ার্কের সীমাবদ্ধতা দূর করে গ্যাসের চাপ যথাযথ মাত্রায় বজায় রেখে গ্যাস প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের ৩টি কৌশলগত স্থান- হবিগঞ্জ জেলার মুচাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গাতে কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ ও প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

কয়লা : বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া থেকে দৈনিক গড়ে ১,২০০-১,৮০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হতো বর্তমানে সেখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার প্রায় ৬৫% বড়পুকুরিয়া কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট কয়লা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে দেশের প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

গ্রানাইট পাথর : মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হয়। এ গ্রানাইট পাথর রেললাইন, সড়ক ও সেতুসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ ও আমদানি : কক্সবাজারের মহেশখালীর সমুদ্র প্রতিটি ৫০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (FSRU) স্থাপনের জন্য পেট্রোবাংলা Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) এবং Summit LNG Terminal Co. (Pvt.) Ltd.-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। Excelerate-এর FSRU হতে ২০১৮ সালের মধ্যেই ও Summit-এর FSRU হতে ২০১৯ সালের প্রথম দিকে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। কক্সবাজারের মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পটুয়াখালীর পায়রায় স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, ভাসমান ও স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য পেট্রোবাংলা বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU/Term Sheet স্বাক্ষর করেছে। বছরে ১.৮ হতে ২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য RasGas-এর সাথে পেট্রোবাংলা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। এছাড়া, ওমান হতে বছরে ০.৫ হতে ১.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের জন্য Oman Trading International (OTI)-এর সাথে পেট্রোবাংলা ৬ মে, ২০১৮ তারিখ LNG Sales Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করে। এছাড়া, এলএনজি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পেট্রোবাংলা Letter of Intent (LOI)/ SPA স্বাক্ষর/ অনুস্বাক্ষর করেছে, ভবিষ্যতে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের জন্য ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শীঘ্রই চূড়ান্ত Master Sales Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বাপেক্স শক্তিশালীকরণ : ২০০৯ সাল পরবর্তী সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সকে শক্তিশালীকরণের বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কূপ খনন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন অধিকতর গভীরে খননের ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি খনন রিগ ও ২টি ওয়ার্কওভার রিগ ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও ১টি রিগ মেরামত করা হয়েছে। অনুসন্ধান কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সাইসমিক ডাটা একুইজিশন, প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন ইক্যুইপমেন্ট এবং সফটওয়্যার সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, ড্রিলিং চলাকালীন সময় কূপের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৩টি কম্পিউটারাইজড মাড লগিং ইউনিট, বিভিন্ন ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। বাপেক্সকে নতুন ব্লক বরাদ্দ প্রদান করে এর অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি বাপেক্সকে ৩ই, ৬ই, ৭, ১০, ১৫, ২২ব, ২২ই ৭টি সম্পূর্ণ ব্লক, রিং ফেন্সড এরিয়া ব্যতীত ৯ নম্বর ব্লক এবং বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর সাথে যৌথভাবে রিং ফেন্সড এরিয়া ব্যতীত ১২, ১৩ এবং ১৪ নম্বর ব্লক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) : বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড-২০১২ এর আওতায় আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি Santos-KrisEnergy-Bapex-এর সাথে ১২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অফশোর ব্লক SS-11 এর জন্য একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। ব্লকটিতে ২০১৫ সালে ৩,২২০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে মে, ২০১৮ সালে এ ব্লকে ৩০৫ বর্গ কিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়। ONGC Videsh Ltd. (OVL) - Oil India Ltd. (OIL) -Bapex এর সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ব্লক SS-04 এবং SS-09 এর জন্য দু'টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬-১৭ সালে তারা ৫,৫৫২ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক মেরিন ও ওবিসি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ ২টি কূপ খননের প্রস্তুতি চলছে। গভীর সমুদ্রের ব্লক DS-12 এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সঙ্গে ১৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় সম্প্রতি Daewoo এ ব্লকে ৩,৫৬০ লাইন কিলোমিটার দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা সম্পন্ন করেছে। নভেম্বর ২০১৮ মাসে তারা এ ব্লকে প্রায় ২০০০ বর্গ কিলোমিটার ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করবে। অপরদিকে, অফশোর এর সাইসমিক ডাটা সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে বিদ্যমান মডেল পিএসসি-২০১২ পেট্রোবাংলা কর্তৃক পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়াও অফশোর বিডিং এর জন্য মডেল পিএসসি ডকুমেন্টকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য পরামর্শকের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। সে আলোকে বর্তমানে মডেল পিএসসি ২০১৮ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অফশোর বিডিং এ আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত Non-exclusive Multiclient Seismic Survey সম্পন্ন করার জন্য দরদাতাদের প্রস্তাব মূল্যায়ন শেষে নির্বাচিত দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি : পেট্রোবাংলা ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রশাসন, বিপণন, রাজস্ব, পে-রোল, হিসাব, ভান্ডার, গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যাদি, ভূকম্পন জরীপ, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক, রিজার্ভার সমীক্ষা, গ্যাস সঞ্চালন ও মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং চালু করাসহ ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করা হচ্ছে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহে অনলাইনে ও মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধের ব্যবস্থা চালু করাসহ এর গ্রাহকদের মোবাইল নম্বরে বিল পরিশোধের তথ্যাদি এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিপণন কোম্পানিসমূহের গ্রাহক সেবার মানেরও উন্নতি হয়েছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ শ্রাবণ ১৪২৫
০৯ আগস্ট ২০১৮

বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও ৯ই আগস্ট "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০১৮" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর জ্বালানি খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল-এর কাছ থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে দেশের সম্পদের উপর জনগণের ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত হয়। তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেওয়ার পর থেকে জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। বিগত সাড়ে নয় বছরে নতুন নতুন কূপ খননসহ গ্যাস সেক্টরে প্রভূত উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বর্তমানে ২ হাজার ৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। দেশের শিল্পায়ন দ্রুততর হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে মোট ৯টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কারসহ ৪টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ-১ আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭ এ উন্নীত হয়েছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড সম্প্রসারণ এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। হবিগঞ্জের মুচাই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে এবং টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। গ্যাস নেটওয়ার্ক রাজশাহীতে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বাপেক্স এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গভীর কূপ খননের ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি আধুনিক ও প্রযুক্তিসম্পন্ন রিগ ক্রয় করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে। রশিদপুরে দৈনিক ৩,৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট নির্মাণের ফলে আহরিত গ্যাস উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, রশিদপুরে আরো একটি দৈনিক ৪,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ফ্রাকসনেশন প্লান্ট শীঘ্রই উৎপাদনে আসবে।

আমরা জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার ব্যবহারের পাশাপাশি এলএনজি আমদানি করে গ্যাসের ঘাটতি পূরণের পদক্ষেপ নিয়েছি। ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাসের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে স্থল ও ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০২১ সালের মধ্যে ১০৮টি গ্যাসকূপ খননের পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমরা বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্র এলাকায় গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। 'ব্লু-ইকোনমি সেল' গঠন এবং গভীর ও অগভীর সমুদ্রের ৪টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে কয়েকটি বিদেশি তেল কোম্পানির সাথে ইতোমধ্যে পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং সেসব ব্লকে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল জ্বালানির অপচয় রোধ করে এর যথাযথ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করে রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অবদান রাখতে আমি সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০১৮ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের প্রধান জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষ্ঠ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি। জ্বালানি নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে দেশে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। গ্যাসের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন ও বিতরণে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ব্রিটিশ তেল কোম্পানী "শেল অয়েল" এর নিকট হতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দুরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদক হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

দেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, শিল্প কল-কারখানা, সার কারখানা ইত্যাদি। জাতীয় জ্বালানি চাহিদার সিংহভাগই এ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মেটানোর ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে হলে ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানির যোগান নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার দেশজ জ্বালানি সম্পদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। টেকসই উন্নয়নে শিল্পখাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন গ্যাসক্ষেত্র ভোলা নর্থ-১ আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে দেশে গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭ এ উন্নীত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাপেক্স এর আওতায় ১০৮টি কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে কাজ এগিয়ে চলছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় গভীর ও অগভীর সমুদ্রে ব্যাপক ভিত্তিক তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বিদেশি কোম্পানির সাথে পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লাসহ সকল জ্বালানির সুষ্ঠ ব্যবহার, নতুন জ্বালানি অনুসন্ধান এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। আমি "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০১৮" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সফলতা কামনা করছি এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি 'শেল' এর নিকট হতে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর এবং কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার উল্লিখিত অবদানকে স্মরণ করে ২০১০ সাল হতে ৯ আগস্ট তারিখটি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

দেশের খনিজ সম্পদ ও জ্বালানির মজুত অফুরন্ত নয়। জ্বালানি মজুতের এ সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনা করে জ্বালানি ব্যবহারে বহুমুখীকরণ, উৎপাদন ও গ্রাহক পর্যায়ে উপযোগিতার নিরিখে জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান সময়ের দাবি। 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' উদ্‌যাপন জ্বালানি উৎপাদনকারী থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারসহ দেশের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োগযোগ্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ বাস্তবায়নে নিবেদিত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান এবং ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত।

কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী: ক) বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ; খ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তিকরণ; গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ঘ) লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ; ঙ) লাইসেন্সীর সামগ্রীক পরিকল্পনারভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাহার চাহিদার পূর্বাভাস ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; চ) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, এর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপন, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশেষণ, জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চতকরণ; ছ) গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন ও এর প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা এবং জ) জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

কমিশনের অর্জনসমূহ : ক) দেশীয় তেল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে সহযোগিতার লক্ষ্যে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন; খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন; গ) ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন; ঘ) দরিদ্র ও প্রান্তিক ভোক্তাদের জন্য বিদ্যুতের লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন; ঙ) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের ট্যারিফ কাঠামোয় সমতা আনয়ন এবং চ) লাইসেন্সীদের মধ্যে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রবর্তণ।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশজ জ্বালানির অন্যতম উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ এবং কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উত্তোলন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির কাজও করছে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য পেট্রোবাংলার আওতায় বিভিন্ন প্রকৃতির ১৩টি বিশেষায়িত কোম্পানি কাজ করছে।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানি

ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি ১টি : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড, **খ) গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ২টি :** বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, **গ) গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি ১টি :** গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড, **ঘ) গ্যাস বিতরণ কোম্পানি ৬টি :** তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, **ঙ) রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি ১টি :** রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং **চ) মাইনিং কোম্পানি ২টি :** বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড।

এক নজরে গ্যাস সেক্টর (জুন, ২০১৮)

বিবরণ	সংখ্যা/পরিমাণ
মোট গ্যাসক্ষেত্র	২৭টি
মোট উৎপাদনরত গ্যাসক্ষেত্র	১৯টি
উৎপাদনরত মোট কূপের সংখ্যা	১১০টি
বর্তমান গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা	২,৭৫০ এমএমসিএফডি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদন (তারিখ : ০৬ মে, ২০১৫)	২,৭৮৫.৮০ এমএমসিএফডি
মোট প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য)	২৭.৭৭ টিসিএফ
প্রারম্ভ হতে মোট গ্যাস উৎপাদন (ডিসেম্বর, ২০১৭)	১৫.২২ টিসিএফ
বর্তমান অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ (প্রমাণিত + সম্ভাব্য), জানুয়ারি, ২০১৮	১২.৫৪ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চাহিদা	৩,৯৯৬ এমএমসিএফডি এর অধিক
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	৪১.৮০ লক্ষ

জানুয়ারি, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৮ সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি

দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি	১,৫০৩ এমএমসিএফডি
প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি	১,০০৬ এমএমসিএফডি
নতুন রিগ ক্রয়	৪টি
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	১৬,৬৯৬ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স- ৫,০০৫ ও আইওসি - ১১,৬৯১)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে	৫,২৩৬ বর্গ কিলোমিটার (বাপেক্স- ৪,৫২০ ও আইওসি - ৭১৬)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ	১৯,৪১২ লাইন কিলোমিটার (বাপেক্স-১,২৪১ ও আইওসি- ১৮,১৭১)
নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার	৪টি (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	১৪টি (৮টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৫৭টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪৪টি (৪০টি বাপেক্স ও ৪টি আইওসি)
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ	৮৩০ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৮২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন
গ্রানাইট উৎপাদন	৩২.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)

পণ্য	এসজিএফএল	বিজিএফসিএল	আরপিজিসিএল	মোট
পেট্রোল	৫,৭৭,৬৪৪ ব্যারেল	৮২,৭৩৬ ব্যারেল	১,৮৩,৯৭৭ ব্যারেল	৮,৪৫,৩৫৮ ব্যারেল
ডিজেল	৮০,৫০৩ ব্যারেল	১,৮২,২৭১ ব্যারেল	৫৪,৮৫৪ ব্যারেল	৩,১৭,৬২৭ ব্যারেল
কেরোসিন	৫৭,৫৬২ ব্যারেল	-	-	৫৭,৫৬২ ব্যারেল
এলপিজি	-	-	৪,১৩৭ মেট্রিক টন	৪,১৩৭ মেট্রিক টন

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ : ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে তা দৈনিক কমবেশী ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। পুরাতন বন্ধকূপ ওয়ার্কওভার (সংস্কার), নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননের কর্মসূচী জোরদার ও দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক ১,৫০৩ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেলেও উক্ত সময়ে ২টি গ্যাসক্ষেত্র (সাঙ্গু এবং ফেনী) বন্ধ এবং কোন কোন গ্যাসক্ষেত্রের বিদ্যমান কূপে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত পরিমাণ ১,০০৬ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। আবিষ্কৃত গ্যাস স্ট্রাকচার সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোতে ৪,৬৫৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ত্রিমাত্রিক সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিষ্কার, ১৪টি অনুসন্ধান ও ৫৭টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ৪৪টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ সময়ে ৮৩০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলার মুচাই ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ এবং টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গাতে গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং আবাসিক খাতে বর্তমানে প্রায় ৪১.৮০ লক্ষ গ্রাহকের নিকট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের অভ্যন্তরে গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননে বাপেক্স এর কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গভীর কূপ খননের ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও ১টি রিগ মেরামত করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ৩১টি উন্নয়ন কূপ খনন, ২২টি কূপের ওয়ার্কওভার এবং ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। এ সকল কূপ খননের মাধ্যমে আনুমানিক দৈনিক প্রায় ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

গ্যাসের ঘাটতি লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের মধ্যেই ১টি এবং ২০১৯ সালের প্রথমদিকে আরো ১টি Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের মাধ্যমে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট সমতুল্য এলএনজি আমদানির কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন আছে। ভবিষ্যতে গ্যাস চাহিদা পূরণে মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পায়রা বন্দরে এক বা একাধিক স্থলভিত্তিক/FSRU স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন : দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রাপ্ত গ্যাস কনডেনসেট সমৃদ্ধ হওয়ায় এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রে শুরু হতে ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন জাতীয় পেট্রোলিয়াম পদার্থ উৎপাদন করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার আওতাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ও উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তির (পিএসসি) অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (মার্চ পর্যন্ত) মোট ৩২,৯৫,৪৩৬ ব্যারেল গ্যাস উপজাত কনডেনসেট এবং ১,১১,৮৩৯ ব্যারেল এনজিএল উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২১,৬১,২১৪ ব্যারেল কনডেনসেট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট কনডেনসেট এবং সমুদয় এনজিএল পেট্রোবাংলার ৩টি কোম্পানির ৬টি ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে প্রক্রিয়া করে ২০১৭-১৮ (মার্চ পর্যন্ত) অর্থবছরে মোট ৬,৬১,৩৮০ ব্যারেল পেট্রোল, ২,৬২,৭৭৩ ব্যারেল ডিজেল, ৫৭,৫৬২ ব্যারেল কেরোসিন এবং ৪,১৩৭ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের বিভিন্ন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। গ্যাস উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দেশের পেট্রোলের চাহিদা পূরণে সমর্থ হচ্ছে এবং অকটেন চাহিদার বৃহদাংশ পূরণ করা হচ্ছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে লিকুইড রিকভারী ইউনিট (এলআরইউ) স্থাপনের ফলে প্রাপ্ত বর্ধিত কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য রশিদপুরে এসজিএফএল কর্তৃক দৈনিক ৪,০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট ডিসেম্বর, ২০১৮ নাগাদ স্থাপন সম্পন্ন হবে। এছাড়া, ৩,০০০ ব্যারেল ক্ষমতার একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) বাস্তবায়নাধীন আছে।

কয়লা ও গ্রানাইট উত্তোলন : দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লা খনি বড়পুকুরিয়া থেকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লংওয়াল টপ কোল কেভিং (এলটিসিসি) পদ্ধতিতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,০০০-৪,৫০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এ খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার প্রায় ৬৫% বড়পুকুরিয়া কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং অবশিষ্ট কয়লা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইন হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হয়। এ গ্রানাইট পাথর রেললাইন, সড়ক ও সেতুসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কয়লা ও গ্রানাইট উত্তোলনের মাধ্যমে দেশের প্রচুর মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিসহ দেশে উৎপাদিত ৬২,৪৯৮ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুতের মধ্যে ৩৯,৫৬৩ গিগাওয়াট আওয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বড়পুকুরিয়ার কয়লা ব্যবহার করে ১,৬৯৬ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এ সময়ে পেট্রোবাংলার উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করে দেশে মোট উৎপাদনের ৬৬% বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া, ক্যাপটিভ পাওয়ার খাতে ছোট ছোট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মোট ২,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

২০০২ - ২০০৬ সময়কালের তুলনায় ২০০৯ - জুন, ২০১৮ সময়কালের সাফল্যের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম	২০০২ - ২০০৮ সাল	২০০৯ - জুলাই, ২০১৮ সাল
দ্বিমাত্রিক সাইসমিক (লাইন কিঃ মিঃ)	১,৬৪৩ (বাপেক্স) ও ১,০৩৭ (আইওসি)	৫,০০৫ (বাপেক্স) ও ১১,৬৯১ (আইওসি)
ত্রিমাত্রিক সাইসমিক (বর্গ কিঃ মিঃ)	৭৬৬ (আইওসি)	৪,৫২০ (বাপেক্স) ও ৭১৬ (আইওসি)
ভূতাত্ত্বিক জরিপ (লাইন কিঃ মিঃ)	৫৫৭ (বাপেক্স)	১,২৪১ (বাপেক্স) ও ১৮,১৭১ (আইওসি)
অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা	২টি (১টি বাপেক্স ও ১টি আইওসি)	১৪টি (৮টি বাপেক্স, ২টি এসজিএফএল ও ৪টি আইওসি)
উন্নয়ন কূপের সংখ্যা	৬টি	৫৭টি
ওয়ার্কওভার কূপের সংখ্যা	৪টি	৪৪টি (৪০টি বাপেক্স ও ৪টি আইওসি)
নতুন রিগ ক্রয়	নাই	৪টি
কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন	নাই	৩টি (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	১টি (আইওসি)	৪টি (বাপেক্স)
গড় দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	১,২০০-১,৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট	১,৭৪৪-২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট
গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন	৭৩ কিলোমিটার	৮৩০ কিলোমিটার
কয়লা উৎপাদন	৬.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন	৮২.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন

খাতওয়ারী গ্যাস ব্যবহার (২০১৭-১৮)

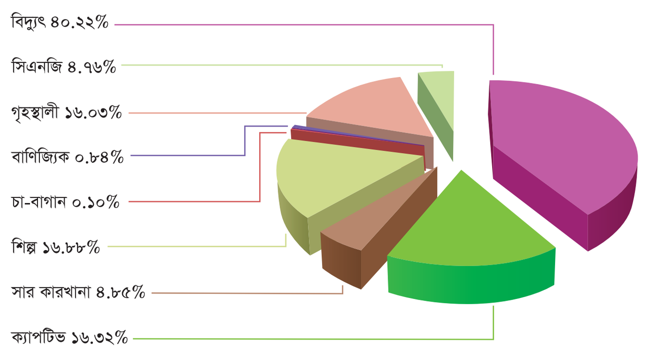

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা : প্রতি বছর গ্যাস খাত হতে সরকারি কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলির তুলনায় সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরগুলিতে সিডি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ, আয়কর ও এসডি ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৫,৫৮৬ কোটি টাকা, ৫,৩৭৮ কোটি টাকা, ৬,২০৪ কোটি টাকা, ৭,৫২২ কোটি টাকা ও ১৩,১৬৯ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের প্রাথমিক জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা। বর্তমানে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত নতুন ৪টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দৈনিক ১,৫০৩ মিলিয়ন ঘনফুট নিট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে গ্যাসের ঘাটতি দূরীকরণ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশীয় সম্পদ আহরণের পাশাপাশি পেট্রোবাংলা বিদেশ হতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, সার্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণে পেট্রোবাংলার অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

দেশে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিশোধন ও প্রক্রিয়াকরণ, লুব্রিক্যান্ট ব্লেন্ডিং এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে দি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিপিসি আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ইস্টার্ন-রিফাইনারী লিমিটেডে পরিশোধনের পর উৎপন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য, আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন গ্যাস উৎপাদন কোম্পানির ফ্রাকশনেশন প্লান্টে কনডেনসেট হতে উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) মাধ্যমে সারাদেশে বিপণন করে থাকে।

বিপিসি'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ৭টি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছে। বিপিসি'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে : (ক) ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, (খ) পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, (গ) মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, (ঘ) যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, (ঙ) এলপি গ্যাস লিমিটেড, (চ) ইস্টার্ণ লুব্রিক্যান্টস ব্লেন্ডার্স লিমিটেড ও (ছ) স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড।

বিপিসি'র তেল আমদানী ও সরবরাহ কার্যক্রম : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিভিন্ন সেক্টরের চাহিদা নিরূপণপূর্বক পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি করে তেল বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে তা কৃষি, শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিমানবন্দর ও বাসস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিপিসি জি-টু-জি ভিত্তিতে সৌদি আরব ও আবুধাবী হতে অপরিশোধিত তেল এবং জি-টু-জি এবং উন্মুক্ত টেন্ডারের পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কুয়েত, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিপাইন, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভারত ইত্যাদি দেশ হতে পরিশোধিত তেল (ডিজেল, ফার্নেস অয়েল, অকটেন ও জেট ফুয়েল) আমদানি করে। ১৯৭২ সালে দেশে মোট জ্বালানি তেলের চাহিদা ছিল ৮.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন, তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বিপিসি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৫৫.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত (যার মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ ৭৬.৪১%) ও ১১.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন অশোধিত (ক্রুড) জ্বালানি তেল আমদানি করে। তেল বিপণন কোম্পানীসমূহের চট্টগ্রামস্থ মূল স্থাপনা থেকে দেশের অভ্যন্তরে কোস্টাল ট্যাংকার ও শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকারের মাধ্যমে নদী পথে ৯০%, রেল পথে ৮% এবং ট্যাংক লরির মাধ্যমে সড়ক পথে ২% জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। দেশের জ্বালানি তেল বিক্রয়ের জন্য তেল বিপণন কোম্পানি নিয়ন্ত্রণাধীন ২১২১টি ফিলিং স্টেশন ও ৩০৪৯ জন এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে।

আর্থিক ও রাজস্ব কার্যক্রম : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬৭.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানিকরতে বিপিসি'র ব্যয় হয় প্রায় ৩৭,৮৭৩.৩৭ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিপিসি ১৭১.৯১ কোটি টাকার ৩৭,২০৭.০০ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানি করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এ সংস্থার অবদান প্রায় ৯৬,৭৭৫.৪৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদত্ত বিভিন্ন করাদির পরিমাণ প্রায় ৮০০০.০০ কোটি টাকা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সে অনুযায়ী দেশে মূল্য সমন্বয় না করায় ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েল এর ক্ষেত্রে বিপিসির লোকসান হচ্ছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে বিপিসি'র সাম্প্রতিক কার্যক্রম : বাংলাদেশে বর্তমানে বাৎসরিক প্রায় ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেলের চাহিদা রয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মোকাবেলায় যথাযথ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোপূর্বে অল্পসংখ্যক দেশ থেকেই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল আমদানি করা হতো। বর্তমানে বিপিসি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জি টু জি এবং উন্মুক্ত টেন্ডারের ভিত্তিতে ১০টি দেশের তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি করে বিপিসি অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তেল আমদানী করছে। জ্বালানি তেলের উৎস বহুমুখীকরণের ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে পিডিবি/রেন্টাল/কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে চাহিদা মাফিক জ্বালানি তেল যথাসময়ে সরবরাহের মাধ্যমে বিপিসি দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেডে এর অপরিশোধিত তেল পরিশোধন ক্ষমতা বর্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা দেশের জ্বালানি চাহিদার এক-চতুর্থাংশ। ফলে জ্বালানি চাহিদার অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ পরিশোধিত তেল আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বছরে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত ২ মাসের জ্বালানি তেল মজুদ রাখতে পারলে একটি দেশকে জ্বালানি নিরাপত্তাসম্পন্ন দেশ বলে গণ্য করা হয়। দেশের জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালে ছিল ৮.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত এবং বিপিসি ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৮ লক্ষ মেট্রিক টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিকটন এ দাঁড়িয়েছে। মোংলা অয়েল ইন্সটলেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা ২০১৮ সালের মধ্যে ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। এছাড়া বিপিসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ সালেরমধ্যে দেশের জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৭.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

দেশে আমদানীকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত (ডিজেল) জ্বালানি তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য সমুদ্রবক্ষে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামক ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি এবং পাইপলাইন স্থাপনের কাজ চলছে। জাহাজ হতে খালাসকৃত অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল অফশোর-অনশোর পাইপলাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল এবং তিনটি তেল বিপণন কোম্পানীর মূল স্থাপনার ট্যাংক ফার্মে গ্রহণ করা হবে। জাহাজ হতে এক (১.০০) লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ৮/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল জাহাজ হতে খালাসের ক্ষেত্রে ১০৮ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হলেও এসপিএম স্থাপনের পর তার দ্বিগুন পরিমাণ ডিজেল প্রায় ২৮ ঘন্টায় খালাস করা সম্ভব হবে। ফলে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল লাইটার জাহাজের মাধ্যমে খালাস করার প্রয়োজন হবে না এবং এ খাতে কোন ব্যয় হবে না। স্বল্প সময়ে তেল খালাস সম্ভব হবে বিধায় জাহাজ ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এতে করে অপারেশনাল ফ্লেক্সিবিলিটি ও ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি পাবে।

আমদানীতব্য জ্বালানি তেল (ডিজেল) পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল কোম্পানীসমূহের প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে ঢাকাস্থ ডিপোতে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ, দ্রুত নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য "চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইনে জ্বালানি তেল পরিবহন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে জ্বালানি তেল আরো দ্রুত ও সহজে সরবরাহের লক্ষ্যে "জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম পিতলগঞ্জ (নিয়ার কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো (কেএডি) ইনক্লুডিং পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারী লিমিটেড (NRL)-এ উৎপাদিত ডিজেল ভারতের শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহের লক্ষ্যে "Indo-Bangla Friendship Pipeline (IBFPL)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশের খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ণ ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে জ্বালানি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জিএসবি ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ গতিশীল করার লক্ষ্যে জিএসবি বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিশেষণ ও খনন কাজ পরিচালনা করে থাকে। গবেষণালব্ধ ফলাফল ও পদ্ধতিগতভাবে ভূ-বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোকে জিএসবি একক কৃতিত্বে জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ; দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়া এবং রংপুরের খালাসপীর কয়লাক্ষেত্রসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল কয়লা ক্ষেত্রসমূহে কয়লার সম্ভাব্য মজুদ ৩১৪৪ মিলিয়ন টন যার আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য প্রায় ৩,৭৭,২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রতি টন ১২০ মার্কিন ডলার হিসেবে)। প্রাপ্ত কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ সব ধরণের তাপ রূপান্তরে (থার্মাল কনভারশন) কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত কয়লায় সালফারের পরিমাণ কম ফলে কয়লার ব্যবহার পরিবেশের ওপর তেমন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না। ইতোমধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্রের উত্তোলিত কয়লা ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। একইভাবে খালাসপীর ও দিঘীপাড়ায় প্রাপ্ত কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা গেলে স্বল্প খরচে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হবে। জিএসবি দেশের খনিজ সম্পদের নতুন মজুদ আবিষ্কারের লক্ষ্যে সম্ভাব্য অনাবিষ্কৃত বেসিনসমূহে বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনাসহ আরও কূপ খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের কয়লা নীতির আলোকে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রসমূহে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে দেশের সার্বিক জ্বালানি সংকট বহুলাংশে দূর হবে আশা করা যায়।

উন্নতমানের কয়লা ব্যতীত জিএসবি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলা, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার হাকালুকি হাওড়, মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ জেলার বাঘিয়া চান্দা বিল, বাগেরহাট জেলার কোলা মৌজা, সিলেট জেলার চরকাই, সুনামগঞ্জের দিরাই ও সালনা উপজেলায় পিট পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত পিটের সম্ভাব্য মজুদ ৬০০ মিলিয়ন টন (শুকনো অবস্থায়)। প্রাপ্ত পিট কয়লার গুণগত মান মাঝারি থেকে ভাল মানের। এই বিবেচনায় পিট কয়লা বিকল্প জ্বালানি হিসাবে গৃহস্থালী, ইট ভাটা, ছোট আকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং অন্যান্য ছোট শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আবিষ্কৃত শুকনো পিটের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৮,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রতি টন ৩০ মার্কিন ডলার হিসেবে)। জিএসবি'র আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট সম্পদ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জ্বালানি সংকট নিরসন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানে অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

বিকল্প জ্বালানি আবিষ্কারের পাশাপাশি জিএসবি তার গবেষণালব্ধ কাজের মাধ্যমে কঠিন শিলা, চুনাপাথর, সাদা মাটি, টাইলস ক্লে, কাঁচবালি, পারমানবিক ও অন্যান্য খনিজ বালি, লোহার আকরিক হিসেবে ব্যবহৃত ম্যাগনেটাইট সমৃদ্ধ শিলা আবিষ্কার করে দেশের শিল্পখাতে প্রভূত উন্নতি সাধন করে চলেছে। জিএসবি নওগাঁ জেলায় দেশের সর্ববৃহৎ চুনাপাথর খনি এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে হাওদাবিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আনুমানিক ১,২৭০ মিলিয়ন টন সাদা মাটি আবিষ্কার করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগ (ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি) প্রশমনে, আধুনিক নগরায়নসহ ভূ-প্রকৌশল বিষয়ে একককভাবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে জিএসবি যৌথভাবে গবেষণা কাজ পরিচালনা করে আসছে। যৌথ গবেষণার আওতায় ১১টি শহরের মাইক্রোসাইসমিক জোনেসন মানচিত্র প্রস্তুত ও এ্যাটলাস আকারে প্রকাশ, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ১০টি মোবাইল চ্যানেলের স্বয়ংক্রিয় ৪টি রেনগজ যন্ত্র স্থাপন, ভূমিকম্প বিষয়ক গবেষণার লক্ষ্যে ৪টি সাইসমোগ্রাফ, ৩০টি এ্যাকসিলেরোমিটার, ৭টি জিপিএস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। জিএসবি প্রণীত সাইসমিক জোনেশন ম্যাপ জাতীয় বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা নিরাপদ নগরায়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও প্রতিটি বৃহৎ স্থাপনা, জ্বালানি বিষয়ক স্থাপনা এবং পরিবহন অবকাঠামো তৈরীর পূর্বে ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য অপরিহার্য এবং এই তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জিএসবি প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি. সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ভবিষ্যৎ জ্বালানি অনুসন্ধানে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ভবিষ্যতে জ্বালানি নিরাপত্তা স্বার্থে জিএসবি সমুদ্র এলাকায় খনিজ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গবেষণা কাজে ব্যবহৃত জাহাজ (রিসার্চ ভেসেল) ক্রয়পূর্বক অগভীর ও গভীর সমুদ্র এলাকায় খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য প্রণয়নকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে। টেকসই উন্নয়নে সুনীল অর্থনীতির অর্থবহ ভূমিকায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী দেশের জ্বালানি খাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আশা করা যায়।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিএমডি দেশে প্রাপ্ত সকল খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে। উক্ত খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক প্রদান করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে (ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ; (খ) লাইসেন্স/ইজারা আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ; (গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা; (ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতার রেকর্ড সংরক্ষণ; (ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা; (চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (ছ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানির রেকর্ড সংরক্ষণ; (জ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান ও (ঝ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এর অনুকূলে কয়লা উত্তোলন এবং মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এর অনুকূলে গ্রানাইট উত্তোলনের নিমিত্ত খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত কোম্পানিসমূহ খনি কার্যক্রম যথারীতি চলছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত কয়লা দ্বারা ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্রানাইট স্টোন আর্থ-সামাজিক কাজে বিশেষ অবদান রাখছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৫১০ মিলিয়ন টন পিট, ব্যক্তি মালিকানাধীন ও খাসখতিয়ানভুক্ত জমিতে পাথর, সাদামাটি ও সিলিকা বালু আবিষ্কৃত হয়েছে। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় ভারী মণিক/খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) প্রতিষ্ঠার পর ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করেছে যার পরিমাণ ১০৩.৪২ কোটি টাকা। বিএমডি'র সেবামূহকে অধিকতর জনবান্ধব, সেবামুখী, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, কোয়ারি ও খনি ইজারা প্রদান প্রক্রিয়াকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বিপিআই মূলত তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত এবং বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও পেশাজীবিদের কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে মোট ২০টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ০৬টি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৮৭৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনুরোধে ইআরএল (ERL) ও পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এর সহযোগিতায় "Storage, Handling & Maintenance of POL Products & Air Craft Refueling" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণটি জাতিসংঘ শান্তি মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বিপিআই-এ প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে চালু করা হয়েছে; ই-হাজিরা প্রবর্তন করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা গ্রহণ ও সংরক্ষন করা হচ্ছে; বিপিআই এর নামে অফিসিয়াল ফেসবুক চালু করা হয়েছে এবং বিপিআই.বাংলা নামে বাংলা ডোমেইন চালু করা হয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

দেশের উন্নয়নের জন্য অন্যতম একটি চালিকাশক্তি জ্বালানি। জাতীয় উন্নয়নের জন্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন একই সাথে জ্বালানির সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যবহার অত্যাবশ্যক। জ্বালানির নিরাপদ ব্যবহার যেমন জ্বালানির অপচয় রোধ করে তেমনি জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক আইন ও পেট্রোলিয়াম আইনের অধীন প্রণীত নিরাপত্তামূলক বিধি-বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে।

বিস্ফোরক আইন ১৮৮৪ এর অধীনে প্রণীত : (ক) বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে যাবতীয় বিস্ফোরক নিরাপদে আমদানি, পরিবহন, মজুদ ও ব্যবহার; (খ) গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা ১৯৯১ প্রয়োগের মাধ্যমে সকল গ্যাস সার্ভিসের সিলিন্ডার আমদানি, মজুদ, নির্মাণ ও পরীক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি; (গ) এলপিজি বিধিমালা ২০০৪ প্রয়োগের মাধ্যমে এলপিজি সিলিন্ডার আমদানি মজুদ, ব্যবহার ও এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট এবং সিলিন্ডার নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি; (ঘ) গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫ প্রয়োগের মাধ্যমে ১০০০ লিটার বা তদূর্ধ্ব জল ধারণ ক্ষমতার গ্যাসাধারের আমদানি, মজুদ, পরিবহন ও হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং (ঙ) সিএনজি বিধিমালা ২০০৫ প্রয়োগের মাধ্যমে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে সিএনজি মজুদ, সংকোচন, ফিলিং, ইত্যাদি বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬ এর অধীন প্রণীত : (ক) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা ১৯৩৭ এর প্রয়োগের মাধ্যমে পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন/প্যাক পয়েন্ট/এজেন্সী/শিল্পকারখানায়/ডিপোতে পেট্রোলিয়াম মজুদ, পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং ও ব্লেন্ডিং এবং স্থলযান/জলযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াদি; (খ) প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ১৯৯১ প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চ চাপ গ্যাস পাইপলাইন নিরাপদে স্থাপন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং (গ) ক্যালসিয়াম কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ প্রয়োগের মাধ্যমে এসিটিলিন গ্যাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি, নিরাপদে মজুদ ও হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

সাম্প্রতিক অর্জন (২০১৭-১৮ অর্থবছর) : প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, দ্রুত কূপ খনন ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্তি ও সিসমিক সার্ভে কার্যের জন্য ১,২৬,০০০ কেজি এবং ১,১০,০০০ পিস পাওয়ার জেল, ১,৬০,২৪০ পিস সিসমিক ডেটোনেটর, ৬,৫০৯.০৮ কেজি এবং ১,৭৪,৫৬৯ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৫,০০০ পিস হাফ মিলি সেকেন্ড ডিলে ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৪,৬২৫ কেজি চার্জ, ১৫৪.৪৫ মেট্রিক টন ও ৪,১৯২ পিস ইমালশন এক্সপ্লোসিভস, ৩৫.৫৪ কেজি ও ১৪৫ মেট্রিক টন বিস্ফোরক, ৩০,০৫০ পিস ডেটোনেটিং কর্ড, ৩৫ পিস ও ০.২৯ কেজি শেপড চার্জ, ১৯৩০.৯৪ কেজি মিলেনিয়াম এইচএমএক্স, চার্জ পাওয়ার সুপারসেট ৪৫০৫ এইচএমএক্স ১.৯২২.২৬ কেজি; ০.৯২ কেজি ইগনিটর রড, ১৬ কেজি ডিলে ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৫৪ পিস বুস্টার, ০.৬৮ কেজি বুস্টার এইচএমএক্স, ২.০৪ কেজি পারকাশন প্রাইমার, ২৭.১৭ কেজি কীট এক্সপ্লোসিভ কাটার, এইচএমএক্স, ৬,৪৭৭ পিস সিসমিক এক্সপ্লোসিভ, ২৬,৪০০ কেজি GEOSMART NITRAM, ১,৩৮,০০০ পিস কোণ ও অ্যাংকর সেট আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, দ্রুত কূপ খনন ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্তি ও সিসমিক সার্ভে কার্যের নিমিত্তে বিস্ফোরক আমদানির জন্য ১৭টি, বিস্ফোরক পরিবহনের জন্য ১৫টি এবং বিস্ফোরক মজুদের জন্য ৫টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য ৩৯,৬৪,৭২৮টি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স ১,০৮৪টি ও ১৬৩টি গ্যাসাধার আমদানির পারমিট প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন বিভিন্ন ধরনের ৫৫৬টি লাইসেন্স এবং বাণিজ্যিক ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য ৩,৩৪২টি পেট্রোলিয়ামভুক্ত প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা ও তার আওতাধীন গ্যাস কোম্পানির বাপেক্স এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৭১টি পাইপলাইনের চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ করা হয়েছে ও উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস পরিবহনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ ও দ্রুত বিচার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিস্পত্তিকরণে পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মোট ৪৮৮টি বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ করে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১৯৯৯ সালে নরওয়ের কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে প্রকল্পরূপে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পথচলা শুরু। হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজস্ব খাতে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে হাইড্রোকার্বন ইউনিট Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas & Coal Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে। এছাড়াও মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহারের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Annual Gas Production, Distribution and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি "GLOSSARY OF TERMS: Energz & Power" প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রতিবছর জ্বালানি বিষয়ে গড়ে ৮টি সেমিনার আয়োজন করে আসছে। বাংলাদেশের গ্যাস মজুদের হিসাব এবং পেট্রোলিয়াম সম্পদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিট প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে।

FOUR PLUS TRADING